মূল শব্দাবলী:
উদারতা
বারাকা/রহমত

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

18 April 2025 / 19 Syawal 1446H

উদারতাঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারাকাহ লাভের সহায়ক

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَنَّانِ الْكَرِيمِ، الرَّزَّاقُ لِعِبَادِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَالْفَتَّاحُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ الْوَاسِعُ الْعَلِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَهَّابُ الْعَظِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَشَفِيعُنَا فِي يَوْمِ الدِّينِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْقَوِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الْقَوِيِّ الْمَتِينِ، اتَّقُوا اللَّهَ وَأَكْرِمُوا كَمَا أُمِرْتُمْ بِالْكَرَمِ الْمُبِينِ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রিয় উপস্থিত সুধী,

আপনাদের অন্তরে ''তাকওয়া''র বীজ রোপন করুন এবং ঈমান দৃঢ় করুন – এগুলি হলো আমাদের পথ প্রদর্শক আলো যা আমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলময়। আসুন, আমরা যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল নির্দেশ মেনে চলতে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে থাকতে অবিচল থাকি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার উদার বান্দাদের একজন করুন যাঁদেরকে আপনি ইহজগতে এবং পরকালে আপনার সীমাহীন রহমত প্রদান করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

ইসলাম ধর্মের অনুসারী প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

শাওয়াল মাসটি, প্রকৃতপক্ষেই সীমাহীন উদারতা প্রদর্শনের মাস। শাওয়াল মাসে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের ভরণপোষণের জন্য যে রহমত দিয়েছেন, তা আমাদের প্রিয়জন ও যারা অভাবী তাদের সঙ্গে ও ভাগাভাগি করে নেই, এমনকি আমরাও অন্যদের রহমতের ভাণ্ডার থেকে কিছু রহমতের ভাগ পেয়ে থাকি। আমরা আমাদের মেহমানদের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করি, ছোটদেরকে দুয়িত-রায়া বা টাকার প্যাকেট উপহার দেই। এই আচরণগুলি আমাদের নিজেদের লো্কজনের সাথে সম্পর্কের বন্ধন ও সম্প্রীতির ভাবাবেগের উন্নতিতে সাহায্য করে। আসুন, আমরা সকলে মিলে শাওয়াল মাসের এইসব মূল্যবোধগুলিকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরি ও শাওয়াল মাস পার হওয়ার পরেও সর্বদাই অন্তরে ধারণ করে থাকি।

প্রিয় মুমিন,

আজকের খুতবায় আমরা কারাম বা উদারতা নিয়ে আলোচনা করব। মানুষের মধ্যে উদারতা বৈশিষ্টটি আসে অন্যের প্রতি সহানুভূতিবোধ থেকে আর সেটা এমনই এক বৈশিষ্ট্য যা প্রত্যেকের মধ্যে থাকা অপরিহার্য। উদারতা হলো আমাদের ইহকালের ও পরকালের জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার রহমতের দরজার চাবি। আর এই রহমত আমাদের যা কিছু আছে যেমন; আমাদের জীবন, সম্পদ, পরিবার, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যাবতীয় সবকিছুর মঙ্গলময় এবং প্রাচুর্যময় অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে।

একটি পরিমিত জীবনযাপনে যখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত থাকে তা একটি সম্পদশালী জীবনের চেয়ে বেশী অর্জন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জীবনে এই রহমতকে নিয়ে আসার দ্রুততম পথগুলির একটি হলো উদারতা প্রদর্শন করা। এবং এই উদারতা দেখাতে হবে সম্পূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতার সঙ্গে।

এইখানে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব যে কিভাবে তিনটি উপায় অবলম্বন করলেই উদারতা আমাদের জন্য রহমতের দরজা খুলে দিতে পারে।

<u>প্রথমতঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা উদার মানুষের জন্য প্রাচুর্য প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেছেন</u>

সুরা বাকারার ২৬১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন;

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

অর্থঃ যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।

আমাদের নবীজীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুদসী হাদীসে উল্লেখ করেছেন, " হে আদম সন্তান, তোমরা মহান কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় কর, আমি তোমাদের জন্য ব্যয় করব"।

সুবহানাল্লাহ! উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীসটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, উদারতা দেখানোর মধ্যে কোন লোকসান নাই। বরং, তা আমাদের নিকট রহমত বয়ে আনে। তবে, উদার হলেই যে অর্থনৈতিকভাবে কারো সম্পদপ্রাপ্তি হবে, তা নয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিভিন্নভাবে তাঁর রহমত কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন- হতে পারে তা মানসিক শান্তি, সুস্বাস্থ্য, সুন্দর পারিবারিক বন্ধন, অথবা সহজ কর্মপন্থা ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে। এর সবগুলোই মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদেয় রহমতপ্রাপ্তির লক্ষণ। সেগুলি যখন আমাদের নিকট আসে তা ডলার সেন্টের হিসেবের অনেক উর্ধ্বে- যার জন্য আমাদের কোন প্রত্যাশা ছিল না। এই উদাহরণগুলি আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ উদার মানুষের জন্য ফেরেশতারা দোয়া পড়ে

প্রিয় মুমিন,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে যাঁরা খরচ করেন, তাঁদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রহমত প্রদান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, ফেরেশতারাও তাঁদের জন্য দোয়া করেন। নবী করিম (সঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যার অর্থ হলো-"প্রতিদিন সকালে দুইজন ফেরেশতা নীচে নেমে আসেন, এঁদের একজন বলেন, "হে আল্লাহ, যিনি তোমার পথে ব্যয় করেন, তাঁকে তুমি প্রতিদান দিও" । আর একজন বলেন, "হে আল্লাহ, যাঁরা সবকিছু নিজের কাছে ধরে রাখেন, তাঁদেরকে ধ্বংস করে দাও" । (আল-বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

চিন্তা ক'রে দেখুন, সৃষ্টিকর্তার বিশুদ্ধতম সৃষ্টি, সেই ফেরেশতারা যাঁরা সর্বক্ষণ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছাকাছি থাকেন, তাঁরা আমাদের জন্য দোয়া পড়ছেন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট বিনম্র অনুরোধ করছেন আমাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা আরো উন্নত করতে এবং আমাদের ওপর তাঁর রহমত বাড়িয়ে দিতে। মুসলমান হিসাবে, আমরা এই ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এটি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের একটি অন্যতম স্তম্ভ। তাই তাঁরা যখন আমাদের জন্য দোয়া করেন, তখন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। সুবহানাল্লাহ, আমাদের জীবনে এর প্রভাব কত গভীরভাবে পড়বে। কত সুন্দর সেই দোয়া।

তৃতীয়তঃ উদারতা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণা আকর্ষন করে

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

আমাদের ধর্মের সবচেয়ে সুন্দর সত্যটি হলো, উদারতা প্রদর্শন করা কারণ উদারতা আমাদের ধর্মে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণালাভের একটি উপায়। সুরা আ্লী ইমরানের ১৩৩-১৩৪ আয়াতে

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেইসব মানুষের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেছেন যাঁরা জান্নাতবাসী হবেনঃ

"আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যা সকল আসমানসমূহ ও যমীনের সমান বিস্তৃত, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে।"

মানুষের জীবন তা হোক সহজ বা কঠিন, ন্যায়পরায়ন হওয়ার অন্যতম একটি লক্ষণ যে উদার হওয়া এবং মঙ্গলকাজে ব্যয় করা এই আয়াতটি সেই দিকটির ওপর আলোকপাত করে। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এত প্রিয় যে তিনি জান্নাতবাসীদের আচরণের সঙ্গে উদার হওয়ার ব্যাপারটির মিল করে দেখেন। আর বেহেশত আসলে কোন জায়গা? আমরা যদি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণা বা ক্ষমার চূড়ান্ত প্রকাশটাই সেখানে না দেখতে পেলাম ?

সুবহানাল্লাহ! যেভাবে আমাদের জীবনে উদারতার চর্চা রহমতের দরজা খুলে দেয় তা অত্যন্ত চমৎকার। তা ছাড়া, অন্যের জন্য করার কারণে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত প্রাপ্তির জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করা ছাড়াও আমাদের উচিত এই উদারতা প্রদর্শনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়া কারণ আমরা হলাম মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বান্দা এবং আমরা সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি এবং তাঁর করুণা ও ক্ষমাপ্রার্থী।

মূল কথা, আমাদের উদারতা চর্চা করাটা কেবলমাত্র বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশাতেই না, বরং আমাদের ভেতর থেকে একটা চাওয়া থেকে; আমরা যেন আন্তরিকভাবে এমন একজন বিশ্বাসী হতে পারি যে কিনা সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্বে আনার চেষ্টা করবে যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পছন্দ করেন। যখন আমাদের দান করাটা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি গভীরভাবে নিবেদনের কারণে করা হয় , তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য থেকে এবং বিনম্র অধীনস্ততা থেকে করা হয়, তখন আমাদের এই উদার দান সত্যিকারের ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়।

প্রিয় যুমরাতুল মু'মিনিন,

উদারতার এতসব গুণাবলী বোঝার পরে আসুন, আমরা সেইসব মানুষদের একজন হতে চেষ্টা করি, যাঁরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতা থেকে অন্যকে দান করেন। আমাদের ওপর যেন ফেরেশতাদের দোয়া, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিজ্ঞা ও সীমাহীন করুণা বর্ষণ অব্যাহত থাকে। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.